তারিখ 22 FEB 2016
পৃঃ 2 কলাম 2

সমকাল

পঞ্চগড়ে মঠের অধ্যক্ষকে গলা কেটে হত্যা

দুর্বৃত্তদের গুলিতে একজন আহত

■ পঞ্চগড় প্রতিনিধি

পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জে সন্তগৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ মহারাজ যগেশ্বর রায়কে (৫০) গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল রোববার সকালে দেবীগঞ্জ উপজেলা সদরে করতোয়া নদীর পাশে মঠটিতে পূজার প্রস্তুতি চলার সময় হামলা চালানো হয়। এ সময় গুলিবিদ্ধ পূজারি গোপাল চন্দ্র রায়কে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রত্যক্ষদর্শী সেবায়েত নির্মল চন্দ্র ভয় পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকেও হাসপাতালে নেওয়া হয়। এ ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। একটি সূত্র জানায়, হামলায় জেএমবি জঙ্গিরা জড়িত থাকতে পারে। রাত ১টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত হত্যাকাণ্ড নিয়ে মামলা হয়নি এবং কেউ গ্রেফতার হয়নি। এ ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে বিভিন্ন সংগঠন। এ হত্যাকাণ্ডের দায়িত্ব জঙ্গি সংগঠন আইএস স্বীকার করেছে বলে জানায় সাইট ইন্টেলিজেন্স গ্রুপ। জঙ্গি তৎপরতা পর্যবেক্ষণকারী যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংস্থাটির ওয়েবসাইটে গতকাল রাতে দায় স্বীকারের এই বার্তা দেওয়া হয়। তবে তাদের খবরের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে এর আগে বিভিন্ন সময় প্রশ্ন উঠেছে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, পুরোহিত যগেশ্বর রায় ওরফে ভক্তি নিলয় ভিক্ষু মহারাজ মঠসংলগ্ন একটি টিনের চালাঘরে থাকতেন। তার জন্মভিটা একই উপজেলার সোনাহার ইউনিয়নের কান্তপাড়া গ্রামে। সংসারত্যাগী যগেশ্বর রায় ১৮ বছর আগে শ্রীশ্রী সন্তগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। গতকাল সকাল ৭টায় তিনি মঠসংলগ্ন বাড়িতে পূজার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ ছাড়া মঠে গোপাল চন্দ্র এবং নির্মল চন্দ্র পূজার আয়োজন করছিলেন। এ সময় একটি মোটরসাইকেলে তিন দুষ্কৃতকারী আসে। মঠের সামনের সড়কে মোটরসাইকেল রেখে দু'জন মঠের ভেতরে যায়। তাদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র, ধারালো অস্ত্র ও বোমা ছিল। একজন সরাসরি পুরোহিতের কাছে গিয়ে তাকে লাথি মেরে মাটিতে ফেলে চাপাতি দিয়ে গলা কেটে হত্যা করে। গোপাল চন্দ্র রায় ও নির্মল চন্দ্র সরে যাওয়ার চেষ্টা করলে ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৪

পঞ্চগড়ে মঠের অধ্যক্ষকে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

তাদের ওপর আক্রমণ করে দুষ্কৃতকারীরা। গোপাল চন্দ্রকে লক্ষ্য করে গুলি করা হয়। তার হাতে গুলি বিদ্ধ হয়। এ ছাড়া নির্মল চন্দ্রকে লক্ষ্য করে দুটি হাতবোমা ছুড়ে মারে দুষ্কৃতকারীরা। একটি হাতবোমা বিস্ফোরিত হয়। খবর পেয়ে পুলিশ যগেশ্বর রায়ের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পঞ্চগড় সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।

স্থানীয় সংসদ সদস্য নুরুল ইসলাম সুজন, রংপুর বিভাগীয় উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক (ডিআইজি) হুমায়ুন কবীর, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন এবং পুলিশ সুপার গিয়াস উদ্দিন আহাম্মেদ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

ময়নাতদন্ত শেষে বিকেলে মরদেহ সৎকার (দাহ) করেন যগেশ্বরের স্বজন ও ভক্তরা। এ ঘটনার প্রতিবাদে আজ সোমবার বেলা ১১টায় দেবীগঞ্জ উপজেলা সদরে প্রতিবাদ সভা ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালনের কথা জানিয়েছেন সন্তগৌড়ীয় মঠের অন্য সন্ন্যাসীরা।

পুরোহিত যগেশ্বর রায়ের চাচাতো ভাই বিকাশ চন্দ্র রায় বলেন, যগেশ্বর রায় সংসার ত্যাগ করে মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। এই ধর্মশালার তিনি ভিক্ষু মহারাজ। তার সঙ্গে কারও বিরোধ ছিল না।

পঞ্চগড়-২ আসনের সংসদ সদস্য নুরুল ইসলাম সুজন বলেন, 'কিছু সন্ত্রাসী গ্রুপ রয়েছে, যারা দেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তারা যেখানে সুযোগ পাচ্ছে, সেখানেই এমন হামলা করছে। ধর্মের কথা চিন্তা করে তারা এমনটা করছে বলে মনে করি না। তারা দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে চায়। এ ঘটনার সঠিক তদন্ত করা হবে এবং দোষীদের খুঁজে বের করে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।'

পুলিশ সুপার গিয়াস উদ্দিন আহাম্মেদ বলেন, জেলার সব হিন্দু ধর্মশালায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে অনেক আগেই। কারা হত্যাকারী এবং কী কারণে এমন হামলা হলো তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দুষ্কৃতকারীদের খুঁজে বের করে যত দ্রুত সম্ভব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন বলেন, পঞ্চগড় শান্তিপ্রিয় জেলা। এখানে এমন ঘটনা এটাই প্রথম। এটা পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড এবং নাশকতার চেষ্টা। দুষ্কৃতকারীরা পরিবেশ অস্থিতিশীল করতেই এ হামলা চালিয়েছে।

আনন্দে আছিস, গান গাইছিস বলেই গুলি

রংপুর অফিস জানায়, খুব আনন্দে আছিস, গান গাইছিস; এখন দেখ চিরতরে তোর গান বন্ধ করছি– এ কথা বলেই দুর্বৃত্তরা গোপাল চন্দ্র রায়ের বুক বরাবর গুলি ছোড়ে। গুলি তার বুকে না লেগে হাতে লাগে। তিনি ভয়ে দৌড়ে পালিয়ে যান। গতকাল রোববার পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জ উপজেলায় মঠে দুর্বৃত্তদের হামলার শিকার গোপাল রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এসব কথা জানান। গোপাল বলেন, 'ভগবান বাঁচিয়েছেন আমাকে। না হলে আজ চিতায় যেতে হতো।' তিনি বলেন, সকাল ৭টার দিকে তিনি মঠের রান্নাঘরে কীর্তন গাইছিলেন। এ সময় চিৎকারের শব্দ শুনতে পান। প্রথমে ভেবেছিলেন, এমনিতেই কেউ হয়তো চিৎকার করছে। পরক্ষণেই 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে চিৎকার শুনতে পান। ভালোভাবে লক্ষ্য করে বুঝতে পারেন, অধ্যক্ষের কণ্ঠ। দ্রুত রান্নাঘর থেকে বের হয়ে দু'জন প্যান্টপরা লোককে দেখতে পান। তাকে দেখেই তারা কোমর থেকে পিস্তল বের করে পর পর দুটি গুলি করে। তিনি নিচু হয়ে যান। গুলি দুটি তার হাতে লাগে। বুকে গুলি না লাগায় তারা আবারও পিস্তল উঁচিয়ে গুলি করতে থাকে। তবে পিস্তলে গুলি না থাকায় দুর্বৃত্তরা পকেট থেকে গুলি বের করে পিস্তলে ভরে। এই ফাঁকে তিনি মঠের উঁচু দেয়াল টপকে বাইরে চলে যান এবং 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে চিৎকার করতে থাকেন। গোপাল চন্দ্র রায় আরও বলেন, এ সময় দুর্বৃত্তরা মঠের বাইরে রাখা মোটরসাইকেল নিয়ে পালিয়ে যায়। হামলাকারী তিনজন ছিল বলে তিনি জানান। গোপাল জানান, দুর্বৃত্তরা তাকে এবং অধ্যক্ষকে হত্যার উদ্দেশ্যেই মঠে প্রবেশ করেছিল।

হাসপাতালে পাশে থাকা গোপালের স্ত্রী কুন্তি রানী রায় তার স্বামীর দ্রুত সুস্থতার জন্য সবার আশীর্বাদ কামনা করেন।

হাসপাতালের চিকিৎসক মোস্তাফিজুর রহমান সাংবাদিকদের জানান, গোপালের বাঁ হাতে দুটি গুলি লেগেছে।

বিভিন্ন সংগঠনের নিন্দা : দেবীগঞ্জ উপজেলায় মন্ত গৌড়ীয় মঠে হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বিভিন্ন সংগঠন। এ ঘটনায় জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন সংগঠনগুলোর নেতারা। ঢাকায় হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত এক বিবৃতিতে বলেছেন, সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়ি, উপাসনালয় ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অব্যাহত হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, হত্যা, হুমকি ইত্যাদির মাধ্যমে যারা তাদের দেশত্যাগে বাধ্য করার জন্য তৎপর তারাই এ হামলা ঘটিয়েছে বলে সন্দেহ করার কারণ রয়েছে।

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান আদিবাসী পার্টির সভাপতি মিঠুন চৌধুরী পৃথক বিবৃতিতে বলেন, গত ১৩ বছরে ২০ হাজার সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগসহ নানা অত্যাচার হয়েছে। হত্যাকারীদের ধরে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচারের দাবি জানিয়েছেন তিনি।